দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 12 JAN 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৫ ...

৩

কুমিল্লায় পথকলি বিদ্যালয়

ছাত্রছাত্রী নেই ।। শিক্ষকদের বেতন নেই ৯ লাখ টাকায় নির্মিত হয়েছে ভবন

।। নূরুর রহমান ।।

কুমিল্লা, ৮ই জানুয়ারী।-ছাত্র নেই, বিদ্যালয় গৃহ নেই, শিক্ষকদের বেতন কে দেবে তার ঠিক-ঠিকানা নেই, তবুও ওপর থেকে নির্দেশ এলো। তাদের খুশী করার জন্য তড়িঘড়ি করে কুমিল্লায় স্থাপন করা হয় তথাকথিত 'পথকলি বিদ্যালয়-১৫'।

এরশাদ সরকারের 'আইওয়াস' কার্যক্রম পথকলি বিদ্যালয়। স্বৈরাচারের প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর কুমিল্লার লোক। এখানে পথকলি বিদ্যালয় থাকবে না এ হতে পারে না। সুতরাং কাজী জাফরের নির্দেশে জেলা প্রশাসন ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে আয়োজন করলেন 'পথকলি বিদ্যালয়'। শহরের বাগিচাগাঁওস্থ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থাপন করা হলো পথকলি বিদ্যালয়টি। 'ফাস্টলেডী' রওশন হেলিকপ্টার করে উড়ে এলেন উদ্বোধন করলেন পথকলি বিদ্যালয় ১৫। তারপর পথকলি ট্রাস্টের জন্য স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত প্রায় ১ লাখ টাকার চেক নিয়ে আবার হেলিকপ্টারে উড়ে চলে গেলেন।

গত বছরের ফেব্রুয়ারীতে এই বিদ্যালয়টি যখন উদ্বোধন করা হয় তখন খাতাপত্রে ছাত্রসংখ্যা দেখানো হয়েছিল ১৫০ জন। এখন তা শূন্যে এসে দাঁড়িয়েছে। ১ জন প্রধান শিক্ষকসহ ৪ জন শিক্ষককে এই বিদ্যালয়ে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু এই ৪ জন শিক্ষকের বেতন কোত্থেকে আসবে, কে দেবে এই অনিশ্চয়তার মধ্যে ১জন শিক্ষক চাকরি ছেড়ে দেন। বাকী ৩জন শিক্ষকের জন্য প্রতি মাসে জেলা প্রশাসন ৭৫০ টাকা ও জেলা পরিষদ ৬৫০টাকা করে বরাদ্দ করে। এ পর্যন্ত ৩ জন শিক্ষক এই টাকা ভাগাভাগি করে নিচ্ছেন।

ছাত্র নেই, তবুও পথকলি বিদ্যালয়ের জন্য এখানে নির্মাণ করা হচ্ছে ৯ লাখ টাকা খরচ করে ভবন। শাসনগাছায় নির্মাণাধীন এই ভবনটির নির্মাণ কাজ প্রায় সমাপ্ত। নির্মাণ কাজের টাকা যোগাড় করা হয়েছে চাঁদা আদায় করে। এছাড়া টেস্ট রিলিফের ৩০ টন চাল ও ত্রাণের ৪৫ বাণ্ডেল টিনও এই ভবন নির্মাণের জন্য ব্যয় করা হয়েছে। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন সার্বিক সমন্বয় কমিটির সভায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এই চাল ও টিন বরাদ্দের জন্য নির্দেশ দেন।